336476 - খাবারে যে পোকামাকড় পড়ে সেগুলোর বিধান

প্রশ্ন

কিছু কিছু পিঁপড়া জুস তৈরীর পাউডারে প্রবেশ করে। আমার মনে হয়, সেগুলো মরে গেছে। যদি পিঁপিড়া, মাছি বা মশার মত পোকামাকড় খাবার বা পানীয়তে পড়ে কিংবা প্রবেশ করে; মৃত হোক কিংবা জীবিত— আমরা কি এ খাবার খেতে পারি বা পান করতে পারি? নাকি খাওয়া বা পান করার আগে এ পোকাগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

শরিয়ত খারাপ জিনিসকে হারাম করেছে।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: "(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পাচ্ছে। তিনি তাদেরকে ভালকাজ করার আদেশ দেন ও মন্দকাজ করতে নিষেধ করেন, তাদের জন্য ভাল জিনিসকে বৈধ ও খারাপ জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করেন।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

ওহী নাযিলের সময়কার আরবেরা পোকামাকড় খাওয়াকে খারাপ বিবেচনা করত; এ কুরআনের মাধ্যমে প্রথমতঃ যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"আল্লাহ্‌তাআলার বাণী: 'তোমাদের জন্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ করা হয়েছে: মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্‌ব্যতীত অন্যের নামে জবাইকৃত প্রাণী'।[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩] এই বাইরে আরবেরা যা কিছুকে ভাল বিবেচনা করত সেটা হালাল। যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: 'তাদের জন্য ভাল জিনিসকে বৈধ করেন'। অর্থাৎ দলিলে হালালকৃত জিনিসি ব্যতীত আর যা কিছুকে তারা ভাল বিবেচনা করে। যেহেতু অন্য আয়াতে এসেছে: 'লোকেরা আপনার কাছে জানতে চায় কি কি তাদের জন্য হালাল

করা হয়ছে। বলুন, তোমাদরে জন্য যাবতীয় ভাল জনিসি হালাল করা হয়ছে।' [সূরা মায়দিা, আয়াত: ৪] যদি এখানে দললি দ্বারা যা কছিু হালাল সাব্যস্ত সগেুলো উদ্দশ্যে হত তাহলে এটি তাদরে প্রশ্নরে জবাব হসিবেে যথাযথ হত না।

আর আরবরা যটোকে খারাপ ববিচেনা করত সটো হারাম। যহেতেু আল্লাহ্‌তাআলা বলছেনে: "খারাপ জনিসিকে অবধৈ ঘোষণা করনে।" [সূরা মায়দিা, আয়াত: ৪]।

যাদরে ভাল ববিচেনা ও খারাপ ববিচেনা ধর্তব্য তারা হচ্ছনে: হজিাযরে শহরে বসবাসকারীগণ। কারণ তাদরে উপরই কতিাব নাযলি হয়ছে এবং নাযলিকৃত কতিাব দ্বারা ও সুন্নাহ্‌দ্বারা তাদরেকে সম্বোধন করা হয়ছে। তাই কতিাব-সুন্নাহ্‌র শব্দমালার ব্যবহার জানার ক্ষত্রেে তাদরে প্রথাগত ব্যবহার রফোরন্সেযোগ্য; অন্যদরে ব্যবহার নয়। এক্ষত্রেে মরুবাসীরা ধর্তব্য নয়; যহেতেু তারা জরুরী অবস্থা ও ক্ষুধার কারণে যা পায় তাই খায়...।

এটি যখন সাব্যস্ত হল সুতরাং পোকামাকড় খারাপ জনিসিরে অন্তর্ভুক্ত; যমেন- কীট, গুবরে পোকা, তলোপোকা, ইঁদুর, গরিগিটি, তক্ষক, টকিটকিি, গছেু ইঁদুর, বচ্ছিু, সাপ ইত্যাদি খারাপ জনিসি হসিবেে গণ্য।

এটি ইমাম আবু হানফিা ও ইমাম শাফয়েরি অভমিত..."। [আল-মুগনী (১৩/৩১৬-৩১৭) সমাপ্ত]

এটি অধকিাংশ মাযহাবরে অভমিত।

ইবনু হুবাইরা (রহঃ) বলনে: "তারা (আলমেগণ) এই মর্মে একমত য,ে জমনিরে পোকামাকড় হারাম; তবে ইমাম মালকে ছাড়া। এক বর্ণনা মত,ে তনিি এগুলোকে মাকরুহ বলনে, আর অপর বর্ণনামতে বলনে: হারাম।"[ইখতলিাফুল আয়ম্মিাতলি উলামা (২/৩৩৫) থকেে সমাপ্ত]

আর বশেি জানার জন্য পড়ুন 21901 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে খাবার থকেে এসব পোকামাকড় আলাদা করা ও দূরীভুত করা আপনাদরে উপর আবশ্যক— এসব পোকামাকড় খারাপ হওয়ার কারণ।ে এ কথা সক্ষেত্রেে প্রযোজ্য যদি পোকাগুলো দূর করা সাধ্যগ্রাহ্য হয়; এতে কঠনি কষ্ট না হয়— পোকাগুলো দখো যাওয়ার থাকার কারণ।ে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: 'যদি কোন মাছি তোমাদরে

কারো পানীয়তে পড়ে সে যেন মাছিটিকে এর ভেতরে ডুবিয়ে দেয়; অতঃপর উঠিয়ে ফেলে দেয়। কারণ মাছির এক ডানায় রয়েছে রোগ; অন্য ডানায় রয়েছে নিরাময়ক।'[সহিহ বুখারী (৩৩২০)]

কিন্তু, এ পোকাগুলো যদি নিতান্ত অল্প ও এত ছোট হয় যে, সেগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন সেক্ষেত্রে তা ক্ষমার্হ। কেননা শরিয়ার উদ্দেশ্য কাঠিন্য ও কষ্ট লাঘব করা।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: 'আল্লাহ্‌তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন: 'আল্লাহ তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে চান না"।[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬]

আল-মারদাওয়ী (রহঃ) বলেন:

"শাইখ তাক্বী উদ্দিন নির্বাচন করেছেন: তুচ্ছ পরিমাণ নাপাকি সাধারণভাবে সবক্ষেত্রে ক্ষমার্হ; খাবারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে; এমনকি ইঁদুরের বিষ্টা। তিনি 'আল-ফুরু' গ্রন্থে বলেন: অর্থাৎ এটাই ছড়াকারের নির্বাচিত অভিমত। আমি বলব: 'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থে বলেছেন: আমি বলব: অধিক যুক্তযুক্ত হল পোশাকপরিচ্ছদ ও খাবারদাবারের ক্ষেত্রে তা ক্ষমার্হ হওয়া— এর কাঠিন্য অধিক হওয়ার কারণে। কোন আকলবান ব্যক্তি এই সমস্যার সার্বিকতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিশেষতঃ খাদ্যশস্য ভাঙ্গার কল, চিনি ও তেলের কলে। ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট, মাছির রক্ত ও মল থেকে বেঁচে থাকার চেয়ে এটি থেকে বেঁচে থাকা অধিক কঠিন। মাযহাবের অনেক আলেম এটি পবিত্র হওয়ার মতকে নির্বাচন করেছেন।"[আল-ইনসাফ (২/৩৩৪-৩৩৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।